কৃষ্ণ সাগর থেকে মারমারা সাগরে- ইস্তাম্বুল

- শোভন শামস

আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

নোবেল বিজয়ী তুর্কী লেখক ওরহান পামুকের ইস্তাম্বুল বইতে ইস্তাম্বুল শহরের প্রাচীন কালের চেহারা এবং কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য নিয়ে অনেক দুঃখের কথা জেনেছি। সেই ইস্তাম্বুল শহর মনের ভেতর তার হারানো অতীতের দুঃখ লুকিয়ে রেখে এখন আবার নতুন ভাবে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে। এখন ইস্তাম্বুলে গেলে অতীতের হারানো নিদর্শনের পাশাপাশি প্রাচুর্যপূর্ণ বর্তমান চোখে পড়বে। আমার কাছে ইস্তাম্বুলকে একটা আন্তরিক আর সুন্দর শহর বলে মনে হয়েছে। এই শহরের মানুষ, নীল আকাশ, বসফরাস আর মারমারা সাগরের গাঢ় নীল জলের অপুর্ব দৃশ্য যে কোন মানুষের মনকে উতলা করবেই। এখানকার মানুষের উদারতা যেন বেশ ভালভাবে অনুভব করা যায়। সপরিবারে মনের আনন্দে এরকম একটা দেশে যাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

তুরস্কে বেড়ানোর শখ অনেক আগে থেকেই ছিল, সময় আর সুযোগের অভাবে তা এতদিন হয়ে উঠেনি। তাই এবার যখন সুযোগ পেলাম তখনই আর দেরী না করে ইস্তাম্বুলে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।আমি ইস্তাম্বুলে যাচ্ছি জেনে তুরস্কের এক পুলিস অফিসার আমাকে তাঁর নাম ঠিকানা লিখা একটা চিঠি দিল, কোথাও যদি কোন সমস্যাতে পড়ি তাহলে এটা দেখাতে বলল। তাঁর আন্তরিকতা দেখে বেশ ভাল লাগল। সাউথ সুদানের জুবা থেকে টার্কিশ এয়ারের বিমান উড়ে না তাই উগান্ডার এন্টেবি থেকে ইস্তাম্বুল হয়ে দেশে ফেরার প্ল্যান করলাম।

ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নেমে প্রথমে ইমিগ্রেশনে গেলাম। অফিসাররা তেমন ইংরেজিবোঝে না, বাংলাদেশীদের জন্য অনএরাইভাল ভিসার ব্যবস্থা আছে। কাউন্টারে পুলিস অফিসার পাসপোর্টে সিল মেরে দিল।প্রথমে লাগেজ জমা দিলাম। ২৪ ঘণ্টার জন্য ১৮ টার্কিশ লিরা, এর বেশী এক ঘন্টার জন্য হলেও আরও ১৮ টার্কিশ লিরা লাগে। লাগেজ জমা দিয়ে বাহিরে এলাম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন এলাকা, সামনেই হাভাতাস কোম্পানির সুন্দর চকচকে বাস দাঁড়িয়ে আছে। এই বাস সরাসরি তাক্সিম স্কোয়ারে যায়। ভাড়া দশ টার্কিশ লিরা।

এক ঘণ্টা সময় লাগে তাক্সিম স্কোয়ার যেতে, পথে শহরের নতুন এ পুরাতন স্থাপত্যের দৃশ্য, বসফরাস প্রণালী দেখতে দেখতে চললাম। একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, আকাশ মেঘলা, আশা করছিলাম ঝকঝকে সূর্যের আলো। বাহিরে ১৪/১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা, জ্যাকেট পরে নিয়েছি তাই কোন সমস্যা নেই।

তাক্সিম স্কোয়ার

তাক্সিম স্কোয়ার বিশাল এলাকা নিয়ে। মাঝে গোল চত্তর , সেখানে মাটির নীচে মেট্রো স্টেশন।টার্কিশ ডিলাইট মিষ্টি, ঘরে বানানো চকলেট, টার্কির কাবাব ও অন্যান্য খাবারের অনেক দোকান আছে।

তাক্সিম স্কোয়ার

ফলের, ফুলের দোকান , ব্রান্ডের জিনিষপত্রের দোকান সবই আছে এখানে। এটা বেশ পস এলাকা।এখানে একটা ছোট ট্রাম চলে, পর্যটকেরা সেই ট্রামে চড়ে পুরো এলাকা ঘুরে দেখতে ও ছবি তুলতে পারে। ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেল খাবার সময়, তুরস্কে এসেছি তাই তুর্কী খাবার খেতে হবে, একটা বড় এবং বেশ চালু রেস্টুরেন্টে গেলাম। অনেক খাবার সাজানো আছে, আরও বানানো হচ্ছে, মানুষ আসছে অর্ডার দিচ্ছে। বেশ ব্যস্ত পরিবেশ।আমরা দুজন দু রকমের মেইন ডিশের অর্ডার দিলাম সাথে কোমল পানীয়। ভেতরে বসতে গিয়ে দেখলাম ব্রেড ফ্রি, সাথে নানা ধরনের সালাদ ও ফ্রি। মজা করে খেয়ে আবার ঘুরতে বের হলাম।

লোভনীয় তুর্কী খাবারের দোকান- তাক্সিম, ইস্তাম্বুল

তাক্সিম স্কোয়ারে বেশ বড় একটা স্টারবাক কফির আউটলেট আছে । এখানে নানা স্বাদের কফি এবং এর সাথে সম্পর্কিত জিনিসপত্র বিক্রি হয়। বসার ব্যবস্থা ও বেশ ভাল, আমরা তৃপ্তির সাথে কফি খেলাম।

এবার ইস্তাম্বুলে আসার আগে কয়েকটা জায়গা ঘুরে দেখার প্ল্যান করেছিলাম।থাকার জায়গা সুলতান আহমেতএলাকা, এটা ইস্তাম্বুলের বেশ পুরানো এবং ইউরোপীয় অংশে। এখান থেকে মারমারা সাগর তুর্কী ভাষায় মারমারা দেনিজি এবং বসফরাস প্রণালী দেখা যায়। বসফরাস প্রণালীকৃষ্ণ সাগর, তুর্কী ভাষায় কারা দেনিয এবং মারমারা সাগরের সাথে যুক্ত করেছে। মারমারা সাগর থেকে অ্যাজিয়ান সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরের যাওয়ার বিখ্যাত জলপথ। এই পথের কারনেই তুরস্ক তথা ইস্তাম্বুল কৌশলগত দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ইস্তাম্বুলে এসেছি তাই কৃষ্ণ সাগর দেখে যাওয়ার ইচ্ছা হল। ইস্তাম্বুলের পর্যটন এলাকা থেকে একটু দূরে বলে অল্প সময় নিয়ে যারা ইস্তাম্বুলে বেড়াতে আসে তারা সাধারণত কৃষ্ণ সাগর এলাকায় যায় না। তবে বেশ সহজে এখানে আশা যায়। ইন্টারনেট থেকে যাবার রুট এবং কিভাবে যাব তা জেনে নিলাম।

হাচি ওসমান মেট্রো স্টেশন

তাক্সিম স্কোয়ার থেকে মেট্রোতে করে হাচি ওসমান স্টেশনে আসলাম। এটা এই লাইনের শেষ স্টেশন। স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠার জন্য তিন লিরা দিয়ে টোকেন নিতে হয়, ট্রাভেল কার্ড থাকলে দুই লিরা লাগে। মেশিনে কয়েন কিংবা ৫, ১০ টাকার নোট দিয়ে টিকেট করতে হয়। আমার কাছে কয়েন নেই, এক তুর্কী আমাকে বলল তাকে দুই লিরা দিতে, আমি তাকে টাকা দিলে সে আমাকে গেইট পার করে দিল তার কার্ড দিয়ে।

আমাকে বলল কোথায় যাবে, বললাম কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে, সাগর দেখতে যাব।

চেনা কেউ সেখানে আছে কিনা জানতে চাইল

বললাম, না কেউ নেই

বলল শহর থেকে দূরে মানুষেরা ইংরেজি ভাষা বুঝবে না, তোমার সমস্যা হতে পারে।তোমার এই ক্রেইজি শখ হল কি করে?

তাকে বললাম, তুমি কৃষ্ণ সাগর দেখেছ?

সেখানে আমার কেউ থাকে না তাই যাওয়া হয়নি।

আমার জন্য শুভ কামনা করে আমাকে বিদায় দিল।

হাচি ওসমান স্টেশনে নেমে মাটির উপর এলাম, অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল তখন ও।বাস স্টেশনে কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে ছিল, ১৫১ নাম্বার বাস ছিল না, অফিসে গিয়ে একজন কন্ডাক্টটারকে বুঝালাম আমি কিলিয়স যাব।

- নো প্রব্লেম

- টিকেট কোথায় পাব? টিকেট কাউন্টার দেখছি না

- এবারেও, নো প্রব্লেম

১৫১ নাম্বার বাস এসে গেল, দেখি সেই লোকই ড্রাইভার,আমাকে বাসে আসতে বলল। বাসে উঠার পথে একজন যাত্রীকে আমার জন্য তার কার্ড পাঞ্চ করে দিতে বলল। আমাকে বলল তাকে ২ টার্কিশ লিরা দিতে। আমি ৫ লিরার নোট দিলাম। টার কাছে তিন লিরা ছিল না , দুই লিরা দিল,আমি বললাম আর লাগবে না।একটু পরে সে বাকী টাকা ফেরত দিয়ে দিল, আমি ভাষা না বুঝলেও এদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম।

বাসে করে বসফরাসের পাশ দিয়ে

বাস কখনো বসফরাসের পাশ দিয়ে, কখনো পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে,উপর থেকে নীচে ইস্তাম্বুল ও সাগরের নীল দৃশ্য অপুর্ব লাগছিল, প্রথমে একটু বৃষ্টি ও আকাশ মেঘলা ছিল আস্তে আস্তে মেঘ কেটে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, আর আমার মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠছে। তুরস্ক দেখতে এসেছি, সোনালি আলোতে সেটা দেখলে মনটা ভরে উঠে।

কিলিয়স সেন্টার, ইস্তাম্বুল

প্রায় তিরিশটা পয়েন্টে বাস থামল, মাঝে মাঝে কেউ উঠছে কেউ নামছে। এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আমি সারিয়ার জেলার কিলিয়স মারকেজ বা কিলিয়স সেন্টারে নেমে গেলাম। কিলিয়স একটা ছোট সুন্দর শান্ত জনপদ, আকাশে বিকেলের সোনালি আলো, আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা। হালকা পাহাড়ি এলাকা এই অঞ্চল। আসার পথে এই ৩৫ কিলোমিটার এলাকা দেখতে দেখতে এসেছি। এটা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। পাশেই একটা বেশ বড় মসজিদ, সারা ইস্তাম্বুলে এ ধরনের অনেক

মসজিদ আছে। এখানে একটা পার্কের মধ্যে বেশ সুন্দর মনুমেন্ট পাশে তুরস্কের পতাকা উড়ছে। আসে পাশে বেশ কিছু দোকানপাট। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষ সেখানে পাওয়া যায়। আমি কয়েক বোতল পানি কিছু ফল কিনলাম খাবার জন্য।

কৃষ্ণ সাগর- কিলিয়স, ইস্তাম্বুল

আমাকে কৃষ্ণ সাগরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিল এক যাত্রী। বাস স্টপেজ থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে। এটা বেশ চড়াই পথ, প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর একটা হোটেল দেখলাম। সাগর দেখতে এসে হোটেল দেখতে ইচ্ছা করছিল না। তাই হোটেলের একজন কর্মীকে সাগর কোথায় জিজ্ঞাসা করলাম। বেশ আন্তরিক মনে হল লোকটাকে। আমাকে বলল এখানেই এবং ইশারায় নীচের রাস্তা দেখিয়ে দিল। ঘোরানো প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কৃষ্ণ সাগর দেখতে পেলাম। বিশাল সাগর আর পাহাড়ের কাছাকাছি এসে মনটা ভাল হয়ে গেল। এই সাথে প্রকৃতি ও যেন হেসে উঠল, সোনালি আলোর ডানা মেলে দিল সারা এলাকাতে। পর্যটকরা তুরস্কে এপ্রিলেই আশা শুরু করে, কৃষ্ণ সাগর এলাকার রিসোর্টগুলো একটু ঠাণ্ডা বলে আরও কিছুদিন পর এগুলো ভরে উঠবে মানুষে। পাহাড় থেকে নেমে সাগরের পাড়ে গিয়ে কিছু ছবি তুললাম, শহর থেকে রাস্তা এসেছে সাগরের পাড়ে সে পথেই আশা যেত, রাস্তা চেনা ছিল না বলে আসতে পারিনি। এখানে বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে, সামনেই বীচ, এখন পর্যটক নেই, তিনটি ঘোড়া নিয়ে মালিক অপেক্ষা করছে। পর্যটকরা এসব ঘোড়াতে চড়ে বীচে ঘুরে বেড়ায়।

কৃষ্ণ সাগর পাড়ে - কিলিয়স, ইস্তাম্বুল

প্রায় ঘণ্টাখানেক আশেপাশে এলাকা ঘুরে কৃষ্ণ সাগর দেখার শখ পূরণ করে সুলতান আহমেত এলাকার বুকিং দেয়া হোটেলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। একই পথে কিলিয়স বাস স্টপেজে এসে বাসের জন্য অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। আমার সাথে আরও কয়েকজন যাত্রী অপেক্ষা করছিল। বাস চলে এলো কিছুক্ষণের মধ্যে, এক যাত্রী আমার জন্য তাঁর কার্ড পাঞ্চ করে দিল, আমি তাকে দুই টার্কিশ লিরা দিলাম। বিদেশী বলে সবাই আমাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত বলে মনে হল। তাদের আন্তরিক ব্যবহারে আনন্দ পেলাম, মনে হল বন্ধুদের মাঝেই আছি, তবে কেউই ইংরেজিতে কথা বলতে পাড়ে না। বিকেল হয়ে গেছে, সূর্যের আলো তখনো আছে, পাহাড়ি উঁচু নিচু পথে ফিরে চলছি হাচি ওসমান মেট্রো স্টেশনে। পাহাড়ের উপর থেকে বস ফরাস প্রণালীর দৃশ্য দেখতে বেশ লাগছিল। শেষ বিকেলে পৌঁছে গেলাম মেট্রো স্টেশনে।

আবার তিন লিরা দিয়ে তাক্সিম যাবার টিকেট কিনলাম। অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেন চলে এলো। তাক্সিম নেমে অ্যা রো মার্ক ফলো করে ফানিকুলারে যাওয়ার প্লাটফর্মে গেলাম। তাক্সিম থেকে ফানিকুলারে টানেল দিয়ে কাবাতাস আস্তে হয়। এখানেও টিকেট করতে হল, অল্প সময়ের মধ্যে টানেল দিয়ে কাবাতাস চলে এলাম।এখানে টি ১ ট্রাম লাইনের ট্রামে উঠে বসলাম। এই ট্রাম গালাতা ব্রিজ পাড় হয়ে বসফরাসের পাশ দিয়ে সুলতান আহমেত স্টেশনে থামে। এখানে নেমে গেলাম, হোটেল এই এলাকাতে। ঠিকানা খুঁজে সন্ধ্যার একটু আগে হোটেলে চলে এলাম। আসার আগেই নেটে হোটেল বুকিং করেছিলাম, আসার পর তেমন সমস্যা হয়নি।

বেশ ঠাণ্ডা এখন, ভাল করে গরম কাপড় পরে নিলাম। মারমারা সাগরের পাশে হোটেল, সাগরের ঠাণ্ডা বাতাস বেশ হু হু করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি এলাকার উপর। একটু ফ্রেস হয়ে বাহিরে

গেলাম। পাশেই মসজিদ, মাগরেবের আজান হচ্ছিল, জামাতে নামাজ পড়লাম। মসজিদে ১৫/২০ জনের মত মুসল্লি ছিল। বেশ সুন্দর কার্পেট বিছানো পরিচ্ছন্ন মসজিদ। ভেতরে উষ্ণ বাহির থেকে আসার পর বেশ আরাম বোধ কলাম। ইমাম সাহেবের সাথে কথা হল, বাংলাদেশী তিনি পছন্দ করেন তাদের দেশে স্বাগত জানালেন, এশার নামাজের সময় জেনে বিদায় নিলাম।

সুলতান আহমেত, ইস্তাম্বুল

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে, হু হু ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে বের হলাম। হোটেলের পাশেই সুলতান আহমেত স্কোয়ার, এই জায়গাটা প্রাচীন কালে হিপ্পোড্রোম হিসেবে পরিচিত ছিল, এটা এখন ইউনেস্কোর তালিকাতে সুলতান আহমেত আর্কিওলজিক্যাল পার্ক হিসেবে পরিচিত। তুর্কীরা এই জায়গাকে সুলতান আহমেত মেয়দানী বলে।এর এক পাশে ব্লু মস্কের দেয়াল। এই দেয়ালের পাশ ঘেঁসে অনেক সুভেনিরের দোকান। প্রথমে উদ্দেশ্যহীন ভাবে মারমারা সাগরের পাড়ের রাস্তায় হেঁটে বেরালাম। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল তাই আবার ফিরে এলাম। এরপর ব্লু মস্কের ভেতর ঢুকলাম, রাতের বেলাতেও অনেক টুরিস্ট ঘুরে ঘুরে দেখছে। ভাল করে দেখতে হলে সকালে আসতে হবে, সেখান থেকে বের হয়ে কিছু সুভেনির কিনলাম নিজের জন্য। রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে।সুলতান আহমেত স্কয়ার দিয়ে হেঁটে মেইন রোডে চলে আসলাম। এখানেও অনেক দোকান পাট। বেশীরভাগই তুর্কি খাবারের দোকান, সুভে নিরেরও কিছু দোকান আছে এখানে, অনেক রাত পর্যন্ত এসব দোকান খোলা থাকে।ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক পর্যটক আছে, একটা বাংলাদেশী পরিবার ও দেখলাম, এখানে বেড়াতে এসেছে।কে এফ সি , ম্যাকডোনাল্ডস, বার্গার কিং সবই আছে এখানে। ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলাম, প্যাক করে দিল, হোটেলে গিয়ে খাব।পাশের দোকান থেকে কয়েক বোতল পানি কিনলাম,

এখানে দাম একটু কম।হেঁটেই আবার হোটেলে ফিরে এলাম। এরপর ডিনার শেষ করে আগামী দিনের প্রস্তুতি শেষ করে ঘুমিয়ে গেলাম।

হোটেলের ছাদ থেকে মারমারা সাগরের দৃশ্য

হোটেলের আশেপাশের এলাকা- সুলতান আহমেত, ইস্তাম্বুল

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ইস্তাম্বুলের সকাল দেখতে ছাদে গেলাম। সকালের নাস্তার ব্যবস্থা ছাদে কাঁচে ঘেরা বারান্দাতে, এর বাহিরে খোলা বারান্দাতেও চেয়ার টেবিল লাগানো আছে। বেশ ঠাণ্ডা বাহিরে তাই ভেতরেই বসতে হল। এখানকার প্রায় সব হোটেলেই ছাদে খাবারের ব্যবস্থা আছে। বারান্দা থেকে মারমারা সাগরের দৃশ্য দেখতে অপূর্ব লাগছিল। স্বচ্ছ নীল আকাশ, নীল সাগর, ফ্রেশ ঠাণ্ডা বাতাস সাথে সূর্যের সোনালি আলো, এক অপরূপ মায়াময় সকালের পরিবেশ। নাস্তায় অনেক আইটেম, আসতে আসতে সামনের দৃশ্য দেখে নাস্তা শেষ করলাম। আজ সারাদিনই বাহিরে ঘুরতে হবে। প্রথমে ব্লু মস্ক এবং আশেপাশের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থাপনা দেখতে বের হলাম।

ব্লু মস্ক

ইস্তাম্বুলে অন্যতমপ্রধান আকর্ষন হল ব্লু মস্ক বা নীল মসজিদ, তুর্কিরা এটাকে সুলতান আহমেত কামি বা মসজিদ বলে। হোটেল থেকে একটু হেঁটে গেলেই এই মসজিদ। এর আসেপাশেই সব দর্শনীয় জায়গা। অটোম্যান সাম্রাজ্যের ১৪ তম সুলতান, প্রথমসুলতান আহমেত এই মসজিদ নির্মানের আদেশ দেন এবং বিখ্যাত তূর্কী স্থপতি মোহাম্মদ আগার তত্ত্বাবধানে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৬০৯সাল এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং সাত বছর ধরে এই মসজিদ নির্মান কাজ চলেঅবশেষে ১৬১৬ সালে নির্মাণ শেষ হয়। সুলতান রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ এই মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করেন।

এই মসজিদ কমপ্লেক্সে সুলতানআহমেত এবং তার ছেলেদের সমাধি, মাদ্রাসা এবং একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। মসজিদে আসার বেশ কয়েকটা গেইট আছে,কমপ্লেক্সের পশ্চিম দিকেরহিপ্পোড্রোমের পাশের গেটে বিশাল লোহার শিকল ঝোলানো আছে এই গেইট দিয়ে শুধুমাত্র সুলতান ঘোড়ায় চড়ে মসজিদের আঙ্গিনায় আসতে পারতেন। এর পরেও অনেক মসজিদ বানানো হয়েছে তবে এর বিশালতা এবং অপরূপ স্থাপত্যের কাছে সেগুলো এখনও ম্লান। অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ এবং সেরা ইসলামিক স্থাপত্য হিসেবে এখনো টিকে আছে।মসজিদের সামনের এলাকা সুন্দর ভাবে ফুলের বাগান দিয়ে সাজান। পর্যটকে গমগম করছে এলাকাটা। হেঁটে হেঁটে মসজিদের সামনের গেইটের কাছে গেলাম। এখানে বাগানের পাশে বোর্ডে মসজিদের বেশ কিছু তথ্য দেয়া আছে।সুন্দর রাস্তা বানানো আছে মসজিদের মূল দরোজাতে যাবার।সিঁড়ি দিয়ে উপ্রে উঠে মসজিদে ঢুকতে হয়।এখানে আসার পর সামনে বিশাল খোলা চত্বর, এর চারপাশে দেয়াল দেয়া। এখানেও মসজিদ সংক্রান্ত নানা তথ্য এবং মসজিদের নক্সা ডিসপ্লে করা আছে। এখানে

জুতা খুলে কিংবা জুতার উপর পলিথিনের ব্যাগ লাগিয়ে লাইন ধরে মূল মসজিদে ঢুকতে হয়।জুতোর জন্য বিনা মূল্যে পলিথিনের ব্যাগ পাওয়া যায়, মসজিদ দেখার জন্য কোন টিকেট লাগে না।পাশে অজুরও ব্যবস্থা আছে।নামাজের সময় ছাড়া অন্য সব সময় এ মসজিদের ভেতর সবাই যেতেপারে।

দূর থেকে ব্লু মস্ক

এই মসজিদে নিয়মিত এখনো নামাজ পড়ছে মানুষজন। মেয়েরাও এখানে নামাজ পড়তে পারে তবে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। সু খুলে পলিথিন বাগে পা ভরে মসজিদের ভেতরে লাইন দিয়ে ঢুকলাম, অনেক মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকে বাম দিকে একটু উঁচু মেঝেতে কার্পেটবিছানো বিশাল নামাজের জায়গা।এখানে অনেক মানুষ তখন নফল নামাজ আদায় করছিল। মদজিদের ভেতরে বিশাল নামাজের জায়গা, অনেক জানালা আছে এই জানালা গুলোতে রঙ্গিন কাঁচ লাগানো। নাম নীল মসজিদ হলেও এটা নীল রঙের না, অনেক নীল টাইলস দিয়ে ভেতরের দেওয়াল, গম্বুজ এবং পিলার গুলো মোড়ানো।এই নীল রঙ থেকেই লোক মুখে এ মসজিদের নাম নীল মসজিদ।ঝাড়বাতি এবং অসংখ্য বাতির আলোতেমসজিদের ভিতর আলোকিত। ভিতরে আলোর বন্যায় ছবি ভালভাবে তুলতে পারিনি। দেওয়াল পিলার এবং গ্যালারী গুলো আরবী ক্যালিগ্রাফিতে পবিত্র কোরানের আয়াত লিখা আছে। কিছুক্ষণ ভেতরে থেকে বেরোনোর গেট দিয়ে বাহিরে এসেজুতো পড়ে সিড়ি বেয়ে নেমে গেলাম।আমি যে জায়গা থেকে ছবি তুলেছি সেখান থেকেই মসজিদের ভাল ছবি আসে। মসজিদের পুরো দৃশ্য এখান থেকে সুন্দর ভাবে দেখা যায়।